দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ১৪ APR 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

026

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় নকল ও তার প্রতিকার

"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড— 'শিক্ষাই শক্তি" অথচ সুশিক্ষার অভাবে আমরা দিন দিন শক্তিহীন হয়ে যাচ্ছি। শিক্ষার নামে দেশে প্রহসন চলছে। শিক্ষার উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন ছাত্র-ছাত্রীগণ পরীক্ষায় নকলের আশ্রয় গ্রহণ করে কোন উপায়ে একখানা 'সনদ' পেলেই নিজকে ধন্য মনে করে। অভিভাবক, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন সবাই এই হীন কর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করে চলেছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এভাবে চলতে থাকলে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের জাতির মেরুদণ্ড ভেংগে যাবে। নৈতিক অবনতি ও অবক্ষয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। যে কোনও মূল্যে দেশ হতে এই 'ক্যান্সার' নামক ব্যাধিটি নির্মূল করতেই হবে। এর নিরসনকল্পে সম্মানিত শিক্ষক সম্প্রদায়ের ভূমিকাই হবে অগ্রগণ্য।

আমার দীর্ঘদিনের শিক্ষকতা পেশার অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষাদান পদ্ধতির কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তাকারে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহলের খেদমতে উপস্থাপন করছি। একটু মেহনত করলেই দেশ নকলের এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীগণও প্রকৃত চরিত্রবান মানুষ হিসাবে ভবিষ্যৎ সমাজের কর্ণধার হবে। দেশ অবক্ষয় থেকে রক্ষা পাবে।

ধরা যাক ৪৫ মিনিটের একটা পিরিয়ড। ৫ মিনিট পূর্বদিনের পাঠ আলোচনা (প্রশ্ন সাহায্যে)। ২৫ মিনিট নতুন পাঠ উপস্থাপন। ১০ মিনিট প্রশ্ন সাহায্যে মৌখিক বা লিখিতভাবে পাঠ আদায় করে নেয়া।

কোন বাকী বকেয়া নেই। যতটুকু নতুন পাঠ পড়ানো হলো তা অবশ্যই আদায় করে নিতে হবে। লিখিত উত্তরপত্রগুলো লেজার পিরিয়ডে দেখতে হবে। ৫ মিনিট বাড়ীর কাজের জন্য কয়েকটা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন দিতে হবে।

নতুন পাঠের বিষয়বস্তুসমূহ 'আগে না বলে দিয়ে' ছাত্রদের নিকট থেকেই প্রশ্ন সাহায্যে আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষকগণ শুধু সাহায্যকারী হিসাবেই থাকবেন। সব সময় ব্লাক বোর্ডের ব্যবহার করতে হবে।

বাড়ীর কাজগুলো বাসায় নিয়ে পরীক্ষা ও সংশোধন করতে হবে। প্রশ্নোত্তরগুলোর মান নির্ধারণের জন্য নম্বর বা এ/বি/সি ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে।

এছাড়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্রের মান বিভক্ত করে অবজেক্টিভ প্রশ্নের জন্য অন্ততঃ ৫০% নম্বর সংরক্ষিত রাখবেন। অবশিষ্ট মান বর্ণনামূলক প্রশ্নের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। এভাবে পরীক্ষা পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন।

— মুহাম্মদ ইসহাক